The Bangldesh Today

A two-day International Multifaith Workshop was held yesterday, at the Nawab Ali Chowdhury Senate Building of Dhaka University with the aim of building an inclusive society and fostering religious harmony. Dhaka University Vice-Chancellor Professor Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the workshop as the chief guest. The inaugural ceremony was presided over by the convener of the workshop organizing committee and Director of the Center for Interfaith and Intercultural Dialogue, Professor Dr. Mohammad Ilias, and Dr. Sukomal Barua, Supernumerary Professor of the Department of Pali and Buddhist Studies, Dhaka University, Co-founder of MFNN, Dr. Bob Roberts Jr, and others spoke as special guests. Senior Advisor of Global Muslim Affairs Syed Muktadir delivered the welcome address. Photo: Courtesy

The Daily Sun

Two-day 'Int'l Multifaith Workshop' at DU

Daily Sun Report, *Dhaka*

The two-day "International Workshop on Multifaith Dialogue" (IWMD 2025) began at the Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban of Dhaka University on Monday. Dhaka University Vice Chancellor Professor Dr Niaz Ahmed Khan inaugurated the workshop.

The Multi-Faith Neighbours Network (MFNN), Washington, USA; the Centre for Inter-Religious and Inter-Cultural Dialogue (CIID), Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT); and the American Institute of Integrated Thought (AIIT) have jointly organised the conference.

The speakers included Dr Bob Roberts Jr, Co-Founder of Multi-Faith Neighbors Network; Imam Mohammad Majid, Chairman of the Islamic Society of North America (ISNA); Professor Dr M Shamsher Ali, an Eminent Nuclear Scientist; and Nadine Mayenza.

The closing ceremony of the workshop will be held at 6:30pm today. Religious Affairs Adviser Dr AFM Khalid Hossain will be present as the chief guest.

নয়া দিগন্ত

ঢাবিতে ২ দিনের আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা শুরু

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গতকাল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) সিনেট ভবনে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা শুরু হয়েছে। ঢাবি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ঢাবি আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্র-ভিত্তিক মাল্টিফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্ক (এমএফএনএন) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) যৌথভাবে এই কর্মশালার আয়োজন করেছে।

কমিটির আহ্বায়ক এবং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে ঢাবি পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, এমএফএনএন'র সহপ্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, আইআরএফ সেক্রেটারিয়েটের প্রেসিডেন্ট ■ ৪র্থ পৃ: ২-এর কলামে

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা উদ্বোধন অনুষ্ঠানে অতিথিরা

ঢাবিতে ২ দিনের আন্তর্জাতিক

৩য় পৃষ্ঠার পর

নাদিন মায়েনজা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস চেন, বিআইআইটির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ এবং ঢাকা রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য স্বামী অম্বেশানন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির স্বাগত বক্তব্য দেন।

ঢাবি ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এ সময় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জুলাই গণ-অভ্যুত্থানকে দেশের ইতিহাসে এক মাইলফলক। এই অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের সব বৈষম্য দূর করতে হবে। সামাজিক বিভক্তি দূর করে পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে হবে। আশাকরি এই কর্মশালা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিজ্ঞপ্তি।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ মাঘ ১৪৩১ DU in Media 11 February 2025

The Country Today

Two-day International Multifaith Workshop Begins at DU

DU Correspondent

A two-day International Multifaith Workshop began at the Nawab Nawab Ali Chowdhury Senate Building of Dhaka University on Monday, with the aim of building an inclusive society and fostering religious harmony.

Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan inaugurated the workshop as the chief guest. The workshop was jointly organized by the Dhaka University Center for Interfaith and Intercultural Dialogue, the US-based Multi-Faith Neighbors Network (MFNN), and the Bangladesh Institute of Islamic Thought (BIIT).

The inaugural ceremony was presided over by the convener of the workshop organizing committee and Director of the Center for Interfaith and Intercultural Dialogue, Professor Dr. Mohammad Ilias, and the Supernumerary Professor of the Department of Pali and Buddhist Studies of Dhaka University, Dr. Sukomal Barua, MFNN co-founder Dr. Bob Roberts Jr., Islamic Society of North America Chairman Imam Mohammad Majid, eminent nuclear scientist Prof Dr. M Shamsher Ali, President of IRF Secretariat Nadine Mayenza, Senior Vice-President of Institute of Global Engagement James Chen, Director General of BIIT Prof Dr. M Abdul Aziz, Head of Bangladesh Catholic Church Archbishop Bijoy N. D. Cruz and Managing Committee Member of Ramakrishna Mission in Dhaka Swami Ambeshananda spoke as special guests. Senior Advisor of Global Muslim Affairs Syed Muktadir delivered the welcome address.

আজকালের খবর

ঢাবিতে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা

● নিজস্ব প্রতিবেদক

অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালা শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালা উদ্বোধন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্ক (এমএফএনএন) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) যৌথভাবে এই কর্মশালা আয়োজন করেছে। কর্মশালা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছ-এর সভাপতিত্বে উদ্বোধনী

অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি এন্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপারনিউমারারি অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া, এমএফএনএন-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ, বিশিষ্ট পরমাণু বিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, আইআরএফ সেক্রেটারিয়েট-এর প্রেসিডেন্ট নাদিন মায়েনজা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্ট-এর সিনিয়র ভাইস-প্রেসিডেন্ট জেমস চেন, বিআইআইটি'র মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় এন ডি ক্রুজ এবং ঢাকাস্থ রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য স্বামী অম্বেশানন্দ বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির স্বাগত বক্তব্য দেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান সমাজে শান্তি ও সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এসময় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে দেশের ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের সকল বৈষম্য দূর করতে হবে। সামাজিক বিভক্তি দূর করে পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এই কর্মশালা এক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। উল্লেখ্য, কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ধর্মীয় নেতা ও সংস্থার প্রতিনিধিগণ অংশ নিচ্ছেন।

The New Nation

Vice Chancellor of Dhaka University Professor Niaz Ahmed Khan speaks at an international workshop on 'Multifaith Dialogue (ICMD-2025)' at Senate Bhaban in the capital on Monday. English daily The New Nation was the media partner of the programme. ■ Moin Ahmed

সংগ্রাম

গতকাল সোমবার ঢাবির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবন অডিটোরিয়ামে দুই দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিফেইথ কর্মশালার উদ্বোধন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান —সংগ্রাম

ঢাবিতে দুই দিনব্যাপী ইন্টারন্যাশনাল মাল্টিফেইথ কর্মশালা

সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন ও ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার আহ্বান

স্টাফ রিপোর্টার : সব ধর্মের মানুষকে নিয়ে অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গঠন এবং ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে দু'দিনব্যাপী আন্তর্জাতিক মাল্টিফেইথ কর্মশালার প্রথম দিনে দেশি ও আন্তর্জাতিক ধর্মীয় নেতা-গুরু ও ইসলামীক স্কলারগণ বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এ সময় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। আমরা একসাথে আন্তঃধর্ম সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবো। যেখানে যুদ্ধ নয় শান্তি থাকবে এবং থাকবে সব ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান ও সুসম্পর্ক এবং ন্যায্য অধিকার। অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। মানুষের মধ্যে ধর্ম ও বর্ণের বৈচিত্র্য থাকলেও, সৃষ্টির দিক থেকে আমরা সবাই সমান। আল্লাহ আমাদের প্রথম পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সম্মানের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। ইসলামই একমাত্র পথ নির্দেশক ধর্ম যা ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই বলে শিক্ষা দেয় প্রত্যেক মুসলমানকে।

গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত এক কর্মশালায় বক্তারা এসব কথা বলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্র, যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্ক (এমএফএনএন) এবং বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) যৌথভাবে এই কর্মশালা আয়োজন করেছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান প্রধান অতিথি হিসেবে এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন। *(৫-এর পৃষ্ঠার ৬ কলাম)*

ধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলার আহ্বান

(১ম পৃঃ ৫-এর কঃ পর)
কর্মশালা আয়োজক কমিটির আহ্বায়ক এবং আন্তঃধর্মীয় ও আন্তঃসাংস্কৃতিক সংলাপ কেন্দ্রের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইলিয়াছের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন, মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্কে সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার (আইএসএনএ) চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ, বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় এন ডিক্রুজ, ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য স্বামী অন্বেশানন্দ, বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, আইআরএফ সেক্রেটারিয়েট এর প্রেসিডেন্ট নাদিন মায়েনজা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস চেন, গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির, অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপার নিউমারারি অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া। উপস্থিত ছিলেন- বিআইআইটি এর মহাপরিচালক ও আইডব্লিওএমডি ২০২৫ এর যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ, ঢাবির বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম, হিন্দু মহাজোটের এডভোকেট গোবিন্দ প্রমাণিক প্রমুখ। উল্লেখ্য, কর্মশালায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, গবেষক, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন ধর্মতত্ত্ব এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান ও মুসলিম ধর্মীয় শতাধিক নেতৃবৃন্দ ও সংস্থার প্রতিনিধিরাসহ গণমাধ্যমের সাংবাদিকবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

ভিসি অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, আমরা একটি ক্রান্তিকাল অতিক্রম করছি। এ সময় ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে। জুলাই গণঅভ্যুত্থানকে দেশের ইতিহাসে এক মাইলফলক হিসেবে উল্লেখ করে তিনি বলেন, এই অভ্যুত্থান থেকে শিক্ষা নিয়ে সমাজের সকল বৈষম্য দূর করতে হবে। সামাজিক বিভক্তি দূর করে পারস্পরিক ঐক্য, সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতি আরও সুদৃঢ় করতে হবে। এই কর্মশালা এ ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সম্মেলনটি বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্কে সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র বলেন, আমরা একসাথে আন্তঃধর্ম সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করবো। যেখানে যুদ্ধ নয় শান্তি থাকবে এবং থাকবে সব ধর্মের মানুষের প্রতি সম্মান ও সুসম্পর্ক এবং ন্যায্য অধিকার।

ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার (আইএসএনএ) চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ বলেন, অন্যান্য ধর্মের মানুষের সাথে সম্প্রীতি বজায় রাখার বিষয়ে ইসলামের নির্দেশনা আছে। মানুষের মধ্যে ধর্ম ও বর্ণের বৈচিত্র্য থাকলেও, সৃষ্টির দিক থেকে আমরা সবাই সমান। আল্লাহ আমাদের প্রথম পিতা আদম (আ.) ও মাতা হাওয়া (আ.) থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং মানুষকে সম্মানের সর্বোচ্চ স্থানে অধিষ্ঠিত করেছেন। 'ইসলামই একমাত্র পথ নির্দেশক ধর্ম যা ধর্মের ব্যাপারে কোনো জোর-জবরদস্তি নেই বলে শিক্ষা দেয় প্রত্যেক মুসলমানকে।

বাংলাদেশ ক্যাথলিক চার্চের প্রধান আর্চবিশপ বিজয় এন ডিক্রুজ বলেন, বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। সব ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সৌহার্দ্যের সঙ্গে এদেশে বসবাস করে। এদেশের মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে অধিকারে বৈষম্য বা বিভাজন করে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিস্টানসহ সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা রয়েছে। সকল নাগরিকের সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঐক্য ও শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। ঢাকায় রামকৃষ্ণ মিশনের ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য স্বামী অন্বেশানন্দ বলেন, সত্যিকারের কোনো ধার্মিক মানুষ অন্য ধর্মের ঐতিহ্যের অনন্য ধর্মতাত্ত্বিক পরিচয়কে অসম্মান করে না। শান্তিময় সমাজ নিশ্চিত করতে প্রতিটি ধর্মীয় জনগোষ্ঠীকেই সহানুভূতিশীল ও পারস্পরিক শ্রদ্ধাবোধসম্পন্ন হতে হবে। বিভিন্ন ঐতিহ্যের ধর্মীয় নেতাদের সমন্বিত সহযোগিতার মাধ্যমেই একটি স্থিতিশীল পরিবেশ নিশ্চিত করা সম্ভব।

বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী বাংলাদেশকে নানা ধর্ম ও সংস্কৃতির মিলনকেন্দ্র হিসেবে উল্লেখ করে বলেন, আবহমানকাল থেকেই এ দেশে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক সম্প্রীতি বিরাজ করছে। বাংলাদেশ হলো সবচেয়ে কম সাম্প্রদায়িক সংঘাতের দেশ।

আইআরএফ সেক্রেটারিয়েট এর প্রেসিডেন্ট নাদিন মায়েনজা বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক মূলক ইন্টার-ফেইথ হলো এমন একটি ব্যবস্থা, যেখানে ভিন্নমত, ভিন্ন ধর্ম, ভিন্ন শ্রেণি, গোষ্ঠী বা জাতির মানুষকে সমানভাবে মূল্যায়ন করা হয়। এই রাজনীতি বৈচিত্র্যকে শক্তি হিসেবে বিবেচনা এবং সমাজের প্রতিটি স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে।

ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস চেন বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্টার-ফেইথ এর দৃষ্টিভঙ্গি হলো, সব মানুষের জন্য সমান সুযোগ, অধিকার ও ন্যায্যতা নিশ্চিত করা। এটি ভিন্ন মতাদর্শ, ধর্ম বা গোষ্ঠীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল থেকে সমঝোতা ও সহযোগিতার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণকে গুরুত্ব দেয়। জাতীয় স্বার্থকে প্রাধান্য দিয়ে বিভাজনের পরিবর্তে ঐক্য গড়ে তুলতে সাহায্য করে, যা শান্তি, স্থিতিশীলতা, টেকসই উন্নয়ন ও গণতন্ত্রের জন্য অপরিহার্য।

গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্টার-ফেইথ সংস্কৃতিতে বিভিন্ন জাতিগত, ধর্মীয় বা অন্যান্য পার্থক্যকে শুধু সহ্য নয়, বরং উৎসাহিত এবং মূল্যায়ন করা হয়। এভাবে বৈচিত্র্যকে শক্তি ও সম্পদ হিসেবে দেখা হয়। সামাজিক সংহতি ও একতা তৈরিতে সাহায্য করে। প্রতিটি মানুষ, তার মত, বিশ্বাস এবং অবস্থানসহ, শ্রদ্ধা ও সহিষ্ণুতার সঙ্গে গ্রহণ করবে।

অধ্যাপক ড. নুরুল ইসলাম বলেন, অন্তর্ভুক্তিমূলক ইন্টার-ফেইথ বা মাল্টি ফেইথ সংস্কৃতি তৈরি করতে হলে, সেটা শুধু সামাজিক নয়, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও সক্রিয় প্রচেষ্টা হতে হবে। এর মাধ্যমে একটি সমৃদ্ধ, শান্তিপূর্ণ ও স্থিতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব, যেখানে সবাই নিরাপদ, সম্মানিত এবং সক্রিয়ভাবে জীবনযাপন করতে পারে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পালি অ্যান্ড বুদ্ধিস্ট স্টাডিজ বিভাগের সুপার নিউমারারি অধ্যাপক ড. সুকোমল বড়ুয়া বলেন, দেশে জাতি, ধর্ম, বর্ণ, গোত্র ও সম্প্রদায়নির্বিশেষে মানুষের সঙ্গে মানুষের যে সুসম্পর্ক গড়ে ওঠে, তা-ই সম্প্রীতি; আবহমান কাল থেকেই এতদঞ্চলের মানুষের মাঝে ধর্মীয় সম্প্রীতির সদ্ভাব বজায় রয়েছে। এদেশে সবধর্মের মানুষ ভাই ভাই হিসেবে শত শত বছর ধরে বসবাস করছে। বাংলাদেশে মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ ও খ্রিষ্টান-এ চারটিই প্রধান ধর্ম। উল্লেখ্য যে, এ চার ধর্মের কোনোটিই বাংলাদেশের আদি ধর্ম নয়। হিন্দু ধর্মের সঙ্গে এ দেশের মানুষের পরিচয় ঘটেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজার বছর আগে। এরপর বৌদ্ধ ধর্ম এসেছে আড়াই হাজার বছর আগে, ইসলাম ধর্ম এসেছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে এবং খ্রিষ্টধর্ম এসেছে প্রায় ৬০০ বছর আগে।

বিআইআইটি এর মহাপরিচালক ও আইডব্লিওএমডি ২০২৫ এর যুগ্ম-আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. এম আব্দুল আজিজ বলেন, বাংলাদেশের সব ধর্মাবলম্বী মানুষ ব্যাপক উৎসাহ-উদ্দীপনায় পালন করে থাকে তাদের স্ব-স্ব ধর্মীয় উৎসব; একের উৎসবে যোগ দেয় ভিন্ন ধর্মের অনুসারীরাও আর এভাবেই বাংলাদেশের ধর্মীয় উৎসবগুলোও সর্বজনীন উৎসবে পরিণত হয়। এ দেশে যেমন মুসলিমদের জন্য মসজিদভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রম চালু আছে, ঠিক তেমনি হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের জন্যও সরকারি অর্থায়নে মন্দিরভিত্তিক শিক্ষাব্যবস্থা ও পাঠাগার চালু রয়েছে; বৌদ্ধ ধর্মগুরু জ্ঞানতাপস অতীশ দীপঙ্করের নামে রয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়। গঠন করা হয়েছে খ্রিষ্টান ধর্মীয় কল্যাণ ট্রাস্ট এইসব কার্যক্রমের মাধ্যমে বাংলাদেশের আন্তঃধর্মীয় সম্প্রীতির প্রত্যাশিত রূপটিই ফুটে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, আজ ১১ ফেব্রুয়ারি, মঙ্গলবার, সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত সম্মেলনে সমাপনী অনুষ্ঠান হবে। এতে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন প্রধান অতিথি এবং ঢাবি'র প্রোভিসি (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন।

দৈনিক বাংলা

ঢাবিতে ২ দিনব্যাপী কর্মশালা

ইন্টারন্যাশনাল ওয়ার্কশপ অন মাল্টিফেইথ ডায়লগ (আইডব্লিওএমডি ২০২৫) গতকাল সোমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের মূল অডিটোরিয়ামে শুরু হয়েছে। কর্মশালাটির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। সম্মেলনটি বাংলাদেশে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে একটি অনন্য ভূমিকা রাখবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইডব্লিওএমডি-২০২৫ এর কনভেনর ড. মোহাম্মদ ইলিয়াসের সভাপতিত্বে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন বিআইআইটির মহাপরিচালক ও আইডব্লিওএমডি ২০২৫-এর কো-কনভেনর অধ্যাপক ড. এম আবদুল আজিজ। বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্কের সহ-প্রতিষ্ঠাতা ড. বব রবার্টস জুনিয়র, ইসলামিক সোসাইটি অব নর্থ আমেরিকার (আইএসএনএ) চেয়ারম্যান ইমাম মোহাম্মদ মাজিদ। অনুষ্ঠানে মুসলিমদের পক্ষ থেকে বিশিষ্ট পরমাণুবিজ্ঞানী অধ্যাপক ড. এম শমশের আলী, হিন্দুদের পক্ষ থেকে শ্রীমত স্বামী অন্বেশানন্দ, খ্রিষ্টানদের পক্ষ থেকে আরচ বিশপ বিজয় দে, বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে প্রফেসর ড. সুকোমল বড়ুয়া বক্তব্য রাখেন।

বক্তারা বলেন, বাংলাদেশ ধর্মীয় সম্প্রীতির দেশ। সব ধর্মের মানুষ শান্তিপূর্ণভাবে সৌহার্দ্যের সঙ্গে এদেশে বসবাস করে। এদেশের মানুষ ধর্মীয় পরিচয়ের কারণে অধিকারে বৈষম্য বা বিভাজন করে না। মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশটিতে হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টানসহ সব ধর্মের মানুষের নিরাপত্তা রয়েছে। সব নাগরিকের সম্পৃক্ততার মাধ্যমেই সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ঐক্য ও শক্তির প্রতীক হয়ে ওঠে। ধর্মপালন, ধর্মচর্চা ও প্রচারের অধিকার যেখানে রয়েছে সেখানে সব ধর্মের মানুষের মাঝেই অকৃত্রিম সম্পর্ক বিরাজ করে। আর অর্থপূর্ণ সংলাপের মাধ্যমেই বাস্তবে আন্তঃধর্মীয় কিংবা বহুধর্মীয় সম্প্রীতি গড়ে তোলা সম্ভব। উদ্বোধনী অধিবেশনে আরও বক্তব্য রাখেন আইআরএফ সেক্রেটারিয়েটের প্রেসিডেন্ট নাদিন মায়েনজা, ইনস্টিটিউট অব গ্লোবাল এনগেজমেন্টের সিনিয়র ভাইস প্রেসিডেন্ট জেমস চেন, গ্লোবাল মুসলিম অ্যাফেয়ার্সের সিনিয়র অ্যাডভাইজার সাইয়েদ মুক্তাদির এবং ঢাবির বিশ্ব ধর্ম ও সংস্কৃতি বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবু সায়েম। অনুষ্ঠানে ধর্মতত্ত্ব এবং হিন্দু, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ও মুসলিম ধর্মীয় শতাধিক নেতাসহ গণমাধ্যমের সাংবাদিকরা উপস্থিত ছিলেন। এই আয়োজনের লক্ষ্য হলো সংলাপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের ধর্মীয় নেতা ও বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রভাবশালীদের একত্র করণ, পারস্পরিক আস্থা বৃদ্ধি ও সহযোগিতামূলক সম্পর্ক গড়ে তোলা, শান্তি ও সম্প্রীতির অনুকূল পরিবেশ নির্মাণে কৌশলগত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ এবং সরাসরি বাংলাদেশের সম্প্রদায়গুলোকে এমন প্রকল্পে জড়িত করা। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি, সম্প্রীতি ও সহযোগিতার ঐতিহাসিক-ঐতিহ্যের প্রকৃত বার্তা আগামীর সমৃদ্ধ বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য একটি বিশেষ গুরুত্ব বহন করবে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনভিত্তিক মাল্টি-ফেইথ নেইবারস নেটওয়ার্ক (এমএফএনএন) এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেন্টার ফর ইন্টার-রিলিজিয়াস অ্যান্ড ইন্টার-কালচারাল ডায়লগ (সিআইআইডি), বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক থট (বিআইআইটি) এবং আমেরিকান ইনস্টিটিউট অব ইন্টিগ্রেটেড থটের (এআইআইটি) সহযোগিতায় এই সম্মেলনটি হচ্ছে। আজ (মঙ্গলবার) সন্ধ্যা ৬.৩০ থেকে রাত ৮.৩০ পর্যন্ত অনুষ্ঠিত সমাপনী অনুষ্ঠান হবে। এতে ধর্মবিষয়ক মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ড. এ এফ এম খালিদ হোসেন প্রধান অতিথি এবং ঢাবির প্রোভিসি (একাডেমিক) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত থাকবেন। বিজ্ঞপ্তি

রুপালী বাংলাদেশ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল টিমকে স্পন্সরশিপ চেক প্রদান করেছে সিটিজেন্‌স ব্যাংক

নেপালে অনুষ্ঠেয় ওপেন ইউনিভার্সিটি মেনস ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়ানশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল টিমকে স্পন্সরশিপ চেক প্রদান করেছে সিটিজেন্‌স ব্যাংক পিএলসি। সম্প্রতি মোহাম্মদ মাসুম ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও সিটিজেন্‌স ব্যাংক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান, পিএইচডির কাছে চেকটি হস্তান্তর করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাস্কেটবল টিমের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

The Country Today

DU Statistics Department freshers' reception held

DU Correspondent

The freshers' reception of the first-year undergraduate program students of Dhaka University Statistics Department was held on Monday at the Student-Teacher Center Auditorium. Dhaka University Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan was present as the chief guest at the event.

The event was presided over by the Departmental Chairman Prof Dr. Zafar Ahmed Khan, and the Pro-Vice Chancellor of the National University Prof Md. Lutfar Rahman and the Dean of the Faculty of Science Prof Dr. Abdus Salam spoke as special guests. The program was hosted by Humaira Beg Lamia, a student of the department.

Vice-Chancellor Prof Dr. Niaz Ahmed Khan urged the students to develop into skilled human resources by participating in co-curricular activities along with their studies.

He said that students can work as volunteers by joining various clubs of the university. They can learn a particular foreign language, which can be useful in their later life.

Thanking the departmental alumni for providing scholarships to the students, the Continued to page 2

DU Statistics Department

Vice-Chancellor said that alumni should come forward for the overall development of the university. He emphasized on strengthening the alumni network with the university.

At the event, scholarships were given to 11 students of different years for good results in the exams.

দৈনিক বর্তমান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ সোমবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন -বর্তমান

ঢাবি পরিসংখ্যান বিভাগের নবীন বরণ

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিসংখ্যান বিভাগের প্রথম বর্ষ আন্ডারগ্র্যাজুয়েট প্রোগ্রামের শিক্ষার্থীদের নবীন বরণ সোমবার ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্র মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন।

বিভাগীয় চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. জাফর আহমেদ খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক মো. লুৎফর রহমান এবং বিজ্ঞান অনুষদের এরপর পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

ঢাবি পরিসংখ্যান বিভাগের

ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম বিশেষ অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন। অনুষ্ঠান সঞ্চালন করেন বিভাগের শিক্ষার্থী হুমায়রা বেগ লামিয়া।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান লেখাপড়ার পাশাপাশি সহশিক্ষামূলক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে উঠার জন্য শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, শিক্ষার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাবের সঙ্গে যুক্ত থেকে ভলান্টিয়ার হিসেবে কাজ করতে পারেন। তারা বিশেষ কোন একটি বিদেশি ভাষা শিখতে পারেন, যা তাদের জীবনের পরবর্তী সময়ে কাজে আসতে পারে। ছাত্র-ছাত্রীদের বৃত্তি প্রদানের জন্য বিভাগীয় অ্যালামনাইদের ধন্যবাদ জানিয়ে উপাচার্য বলেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্বিক উন্নয়নে অ্যালামনাইদের এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে অ্যালামনাই নেটওয়ার্ক জোরদার করার উপর তিনি গুরুত্বারোপ করেন।

অনুষ্ঠানে পরীক্ষায় ভালো ফলাফলের জন্য বিভিন্ন বর্ষের ১১জন শিক্ষার্থীকে বৃত্তি প্রদান করা হয়।

সমকাল

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল টিমকে স্পন্সরশিপ চেক দিল সিটিজেনস ব্যাংক

নেপালে অনুষ্ঠিতব্য ওপেন ইউনিভার্সিটি মেনস ইন্টারন্যাশনাল বাস্কেটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস্কেটবল টিমকে স্পন্সরশিপ চেক প্রদান করেছে সিটিজেনস ব্যাংক। সম্প্রতি সিটিজেনস ব্যাংকের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও সিইও মোহাম্মদ মাসুম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খানের কাছে চেকটি হস্তান্তর করেন। উভয় প্রতিষ্ঠানের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা এবং বাস্কেটবল টিমের প্রতিনিধিরা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

The Daily Industry

Citizen Bank hands over cheque to Dhaka University

Mr Mohammad Masoom, Managing Director and CEO, Citizens Bank PLC,, handed over a cheque to Professor Niaz Ahmed Khan, PhD, Vice Chancellor of the University of Dhaka, very recently as part of its initiative to promote the cause of the country's games and sports sponsored Dhaka University Basketball team to participate Men's International Basketball Championship being held at Katmandu, Nepal. High officials of both organisations and concerned representative players of the Basketball team were present.

The Financial Express

Citizens Bank PLC sponsors University of Dhaka (DU) basketball team which is heading to attend a four-day Open University Men's International Basketball Championship at Kathmandu, Nepal. Managing Director and Chief Executive Officer of Citizens Bank PLC Mohammad Masoom hands over the cheque to Vice Chancellor of DU Professor Niaz Ahmed Khan at a ceremony in the city recently

সংবাদ

বিজয় একাত্তর হল ক্রীড়ায় অলিন্দ চ্যাম্পিয়ন

একাত্তর হল ক্রীড়ায় বিজয়ীদের সঙ্গে অতিথিরা

সংবাদ স্পোর্টস ডেস্ক

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী অলিন্দ আল আরীব চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী [illegible] রানার্সআপ হয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. [illegible] গত ১০ [illegible] সকালে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

দৈনিক বর্তমান

ঢাবি বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় অলিন্দ চ্যাম্পিয়ন

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বিজয় একাত্তর হলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় ফিন্যান্স বিভাগের শিক্ষার্থী অলিন্দ আল আরীব চ্যাম্পিয়ন এবং বাংলা বিভাগের শিক্ষার্থী আহসান মন্ডল রানার্স-আপ হয়েছেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রো-ভাইস চ্যান্সেলর (প্রশাসন) অধ্যাপক ড. সায়মা হক বিদিশা সোমবার সকালে কেন্দ্রীয় খেলার মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন। খেলা শেষে কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. এম জাহাঙ্গীর আলম চৌধুরী প্রধান অতিথি হিসেবে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করেন।

বিজয় একাত্তর হলের প্রাধ্যক্ষ অধ্যাপক ড. স ম আলী রেজার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অ্যাথলেটিকস্ কমিটির সভাপতি অধ্যাপক ড. এস এম আরিফ মাহমুদ, হল বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার আহ্বায়ক অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল্লাহ, শারীরিক শিক্ষা কেন্দ্রে র ভারপ্রাপ্ত পরিচালক এস এম জাকারিয়াসহ বিভিন্ন হলের প্রাধ্যক্ষ, আবাসিক শিক্ষক এবং শিক্ষার্থীবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।